Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 27-09-2026 22:45 Page 1

এবার 'বিস বস বাংলা' থেকে ছিটকে গেলেন তাপসকন্যা সোহিনী

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

৮ আশ্বিন ।। ১৪৩৩।। রবিবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৯৬ সংখ্যা ।। ৮পাতা

বেলেঘাটাতেই কুণালের গাড়ি ভাঙচুর, প্রাণে মারার চেষ্টা!

সন্ত্রাসবাদে সবচেয়ে বেশি ভুগছে পাকিস্তানই! প্রকাশ্যে রিপোর্ট,

ফের প্রকৃতির রোষে নেপাল! তুষারধসে তছনছ তিব্বত সীমান্ত, ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ অন্তত ১০

শান্তিপ্রস্তাব নাকচ করতেই আমেরিকাকে 'বিশ্বাসঘাতক' তোপ ইরানের

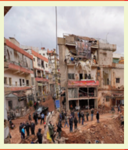

এসআইআর-এ ২৭ লক্ষ নাম বাদ

দায় তৃণমূলেরই ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ এসআইআর ইস্যুতে এবার মমতা তৃণমূলকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে ২৭ লক্ষ নাম বাদের দায় বিজেপি বা কমিশনের নয়। শুভেন্দুর দাবি, এসআইআর নিয়ে বারবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে মমতা তৃণমূল। তারপরই সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করে। ওই অফিসাররাই নাম বাদ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, শুক্রবারই সাংবাদিক বৈঠকে বসেছিল কমিশনের ফুল বেঞ্চ। দুই নির্বাচনী কমিশনারের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের ছবি মতভেদের বিতর্কের অবসান ঘটায়। কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, এসআইআর ইস্যুতে সর্বসম্মত ভাবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার সেই বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।নির্বাচন কমিশনারের বৈঠক নিয়ে শুভেন্দু বলেন,গতকালের এই ছবি বলে দিয়েছে এসআইআর-এর সিদ্ধান্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের একার ছিল না। তিনজন সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এসআইআর কেরলে খুব ভাল, মিষ্টি। কংগ্রেস জিতেছে, তাই বলছে। কংগ্রেসের কথা হল, কেরলে এসআইআর না হলে সিপিএম থেকে যেত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তো এসআইআর তিতো। কারণ বহু কষ্টে কংগ্রেস ভোট কাটাকাটির সুযোগে ঢুকে পড়েছেন, কত দিন থাকবে জানি না। সিপিএম তো সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে, টক শোতে আছে।এরপরই শুভেন্দু দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর-এ নাম বাদের দায় তৃণমূলেরই। তার কারণ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতকাল সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ উল্লেখ করেছেন, বিহারের এসআইআর-এর সময় থেকে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। বিহার থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে একবার নয়, একাধিকবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে আর্টিকেল ১৪২-প্রয়োগ করেছে। মূলত বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইআরও-দের পাওয়ার কেড়ে নিয়ে জুডিশিয়ার অফিসারদের নিয়োগ করে সুপ্রিম কোর্ট।

> **এসআইআর ইস্যুতে এবার মমতা তৃণমূলকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে ২৭ লক্ষ নাম বাদের দায় বিজেপি বা কমিশনের নয়। শুভেন্দুর দাবি, এসআইআর নিয়ে বারবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে মমতা তৃণমূল।**

মমতাকে নিশানা করে বলেন, আপনার কথা শুনেই তো সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।এরপরই শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পশ্চিমবঙ্গে ২৭ লক্ষ নাম বাদের দায় বিজেপি বা কমিশনের নয়। এর দায় তৃণমূলের।তৃণমূল ও সিপিএম-কেও একযোগে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ৩৪ বছরের সিপিএমের অত্যাচার, অবিচার, সীমাহীন মানবাধিকার লঙ্ঘন, নন্দীগ্রাম থেকে নেতাই পর্যন্ত, তার উপরে দাঁড়িয়ে। সিপিএম এখন ওঁদের বন্ধু হয়েছে। সেই বন্ধুত্ব আমরা কিছুদিন আগে বিধানসভার ভিতরেও দেখেছি।

সাধুসন্তদের অপমান করলে গ্রেফতার

গীতাপাঠের মঞ্চে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ সাধুসন্তদের অপমান করলে আর কাউকে রেয়াত করা হবে না-বলে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।কেউ এমনটা করলে সরাসরি গ্রেফতার করা হবে।নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত গীতাপাঠের অনুষ্ঠান থেকে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।একইসঙ্গে তাঁর বার্তা, রাজ্যে এখন টিকা, শিখা আর ধুতি-তুলসীর সরকার চলছে।তাই সনাতনীরা নির্ভয়ে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারবেন।রবিবার বাঙুর জাগরণ মঞ্চ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ এবং সনাতন সংস্কৃতি সংসদের যৌথ উদ্যোগে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে১১ হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠের আসর বসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, বরং একজন সনাতনী এবং ভারতমাতার সন্তান হিসেবে তিনি উপস্থিত হয়েছেন।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজ, রামচন্দ্র দাস, কার্তিক মহারাজ, নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী, পুরীধামের দৈতাপতি ভবানীপ্রসাদ মহারাজ-সহ দেশের বহু বিশিষ্ট সাধুসন্ত এবং বাঙুর জাগরণ মঞ্চের সভাপতি বৈজনাথ মিত্তল।শুভেন্দু অধিকারী তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। সম্প্রতি রাজ্যে ধীরেন্দ্রশাস্ত্রীর কুশপুতুল

পোড়ানোর ঘটনার নিন্দা করেন তিনি। কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,এই ঘটনা ঘটিয়েছিল একদল কমিউনিস্ট এবং জামাতি মমতার লোক।তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে আমার সরকার।এখন বাংলায় যে সরকার আছে, সেই সরকার সাধুসন্ত, মহন্ত, মহারাজ, তাঁদেরকে যে অপমান করবে, তাঁকে জেলে ঢোকাবে।ধীরেন্দ্রর ঘটনায় সরকার কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও জানান শুভেন্দু। তাঁর কথায়,আমি এই কাজ করেছি ওইদিন রাতেই।যিনি ওঁর ছবি পুড়িয়েছিলেন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।সনাতনীদের নির্ভয়ে ধর্মপালনের বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এখন মন খুলে গীতা পাঠ করুন, মন খুলে গীতা বিতরণ করুন, হনুমান চালিসা পাঠ করুন, শাঁখ বাজান, শিঙা বাজান, মৃদঙ্গ বাজান, খঞ্জনি বাজান, হরে কৃষ্ণ মন্ত্র বলুন, কোনও ভয় নেই।আবহাওয়াও বদলে গিয়েছে। সময়ও বদলে গিয়েছে।টিকা, শিখা, ধুতি, তুলসীর সরকার আছে।গো-মাতাকে রক্ষা করার সরকার আছে।রাজ্যে আগামিদিনে বেশ কিছু বড় ধর্মীয় কর্মসূচির কথাও এদিন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।তিনি জানান, আগামী ২৯ডিসেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দশ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আসর বসবে।ঐতিহাসিক ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভগবতের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে.পাশাপাশি, ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের পর রামভদ্রাচার্যের নেতৃত্বে ব্রিগেডে এক বিশাল ধর্মসভার আয়োজন করা হবে বলেও শুভেন্দু ঘোষণা করেন।এদিন শুভেন্দু অধিকারীর নিশানায় ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।নাম না-করে শুভেন্দু বলেন, কালকে এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ১৫০ জন লোক নিয়ে শ্রীরামপুরে বলেছেন আজাদি চাই।আরে স্বাধীনতা তো ১৯৪৭সালেই এসেছে।এইভাবে যে কথা বলবে তাঁকে রাষ্ট্রবাদী জনতা উপড়ে ফেলার কাজ করবে।

পাশাপাশি, দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিনে রাজ্যে সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখা এবং পুজোয় ডিজে বাজানোয় নিষেধাজ্ঞার কথাও এদিন ফের একবার স্পষ্ট করে দেন শুভেন্দু অধিকারী।শুধু রাজ্য নয়, ভিনরাজ্যেও বাংলার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য তুলে ধরতে উদ্যোগী হচ্ছে সরকার।মুখ্যমন্ত্রী জানান, কুরুক্ষেত্রে আয়োজিত আসন্ন গীতা মহোৎসবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার নিজস্ব প্যাভিলিয়ন তৈরি করে সরকারিভাবে অংশগ্রহণ করবে।

যত তাড়াতাড়ি উপরওয়ালা টিকিট কাটিয়ে দেয়

মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুকামনা হুমায়ুনের

নয়া জামানা ঃ রাজনৈতিক শিষ্টাচারের সীমা ছাড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মৃত্যু কামনা করে ফের বিতর্কে জড়ালেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য করেন তিনি, বলেন শুভেন্দু যাতে দ্রুত পৃথিবী ছেড়ে চলে যান, সেজন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন।প্রশাসনিক প্রধান বা শাসকদলকে নিশানা করা হুমায়ুনের কাছে নতুন কিছু নয়। এর আগেও নিজের এলাকা রেজিনগর বা নওদায় মুখ্যমন্ত্রী গেলে তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার হুমকি এবং প্রশাসনকে উপেক্ষা করার হুঙ্কার দিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছিলেন তিনি। তবে এদিনের বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে সমস্ত সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করেন

তিনি। তাঁর অভিযোগ, ক্ষমতায় আসার পর থেকে শুভেন্দু অহংকারী হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর জমানায় সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার চলছে।এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর অকালমৃত্যু কামনা করে কটূক্তি করেন হুমায়ুন এবং মন্তব্য করেন যে ক্ষমতার অহংকারের পতন অনিবার্য।এখানেই থামেননি তিনি। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, মাধবরাও সিন্ধিয়া ও অজিত পওয়ারের করুণ পরিণতির প্রসঙ্গ টেনে দাবি করেন, অতীতে যাঁরা আস্ফালন দেখিয়েছেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীরও একই পরিণতি হবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ তুলেও তিনি স্মরণ করান, দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার দিন তিনি মমতার ক্ষমতাচ্যুতি কামনা করেছিলেন, এবং তা ফলেছিল বলে দাবি তাঁর।রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার একে রাজনৈতিক শালীনতার চরম অবক্ষয় বলে অভিহিত করেছেন।স্বাস্থ্য মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন,বাংলার রাজনীতিতে সৌজন্যতা এখন নিম্নমানে চলে গিয়েছে। এত নির্লজ্জভাবে কেউ এমন বলতে পারে, ভাবতেই পারিনি। হতে পারে উনি শুভেন্দু অধিকারীকে পছন্দ করেন না, ওঁর নীতি অপছন্দ হতে পারে। কিন্তু কারও মৃত্যুকামনা করা যায়? তীব্র নিন্দা করছি।

পুস্তক আলোচনা

বিষাদ যাপনের কাব্য

তৈমুর খান

চারিদিকে একটা ভারী বিষণ্ণতার আবহাওয়া। নিজের নিঃশ্বাস ফেলতেও কেঁপে উঠছি। আমাদের জাতীয় জীবনে এক দুরারোগ্য ক্ষত। কোথাও আশ্বাসের দেখা নেই। নিরবচ্ছিন্ন বিমূঢ়তায় আমাদের দিন যাচ্ছে। আমাদের এই বিষাদযাপনের মহামুহূর্তকে কবিতার শব্দ, চিত্রে এবং না-বলা শূন্যতায় তুলে ধরেছেন এই সময়ের বিশিষ্ট কবি আব্দুস সালাম। তিনি সহজ মনের, সহজ ভাষার এবং সহজ জীবনের এক নিষ্ঠাবান কবি। তাঁকে ভালোবাসা যায়, কাছে ডাকা যায়, স্পর্শ করা যায়, অন্তরের ভাব বিনিময় করা যায়। আজীবন প্রান্তিক গ্রামেই বসবাস করছেন। কবিতা লিখ ছেন মনের তাগিদে, কিন্তু কখনও উচ্চকিত হতে চাননি। এক নীরবতা ও সহিষ্ণুতার আড়ালে নিজেকে রেখে দিয়েছেন।

না, তাঁর খোঁজ আমরা রাখি না। কেমন আছেন তিনি তার খবরও কখনো জানতে চাই না। তবু যাঁরাই মানুষটিকে একবার দেখেছেন, একবার কাছে গিয়ে আলাপ করেছেন, আশা করি তাঁরা তাঁকে মনে রেখেছেন। তাঁরই কবিতার বই 'অলীক রঙের বিশ্বাস'(২০২১) সম্প্রতি হাতে পেয়েছি। ৫৬ টি কবিতায় যন্ত্রণাবিদ্ধ কবির হৃদয়ের উত্তাপ ছড়িয়ে আছে। কবিতা লেখা যে বিলাসিতা নয়, তা হৃদয়েরই অনপনেয় তাগিদ পাঠক মাত্রেই এটা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

কেমন কবিতা লিখেছেন আব্দুস সালাম?

এক মানবিক বৃত্তের ভেতর দাঁড়িয়ে আব্দুস সালাম সময়কে নিরীক্ষণ করেছেন। যে সময় মানবিক মূল্যবোধের উল্লঙ্ঘন করে চলেছে প্রতিটি মুহূর্তে। যে সময় রাজনীতির কলুষ বীভৎসতায় কলঙ্কিত করে চলেছে সভ্যতাকে। যে সময় শ'য়ে শ'য়ে জন্ম দিচ্ছে ঘাতক স্বৈরাচারীদের। যে সময়ে ধর্মহীন ধর্মের ছদ্মবেশে বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতায় হানাহানি সংঘাতে প্রলুব্ধ করছে। যে সময় ধর্ষকদের নেকড়ে ও হায়নার মতো ব্যভিচারে মত্ত করছে। এই সময়ের কাছেই কবি খোঁজ করেছেন তার অলীক রঙের বিশ্বাসকে। কিন্তু কোথায় এই বিশ্বাস? বরং হাহাকার ও শূন্যতায় নিরর্থক বেদনাক্লান্ত শব্দের স্বরলিপিকেই সঞ্চারিত করেছেন তাঁর আবেগ চারণায়।

শিল্প সিদ্ধির পর্যায়ে নতুন কোনও পথের সন্ধান হয়তো করেননি, কিন্তু জীবন ও সময়ের সন্ধিক্ষণে তাঁর অব্যর্থ টংকার আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ফরাসি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক, নাট্যকার, সাহিত্যিক এবং সমালোচক জঁ-পল সার্ত্র(১৯০৫-১৯৮০) লিখে ছেন

"Mþy tþhouþghtþ is me tþhatþs why I canótþ stþop. I existþ becauþse I tþhink... and I canótþ stþop myself from tþhinkþing. Atþ tþhis vþery momentþ éôé itþs frightþfuþlif I existþ– itþ is becauþse I am horrified atþ existþing. I am tþhe one who puþllsþ myself from tþhe notþhingness tþo which I aspire."

SJean Pauþl Sartþre– Nþauþsea

অর্থাৎ আমার চিন্তা আমার সে কারণেই আমি থামতে পারি না। আমি মনে করি বলেই আমি উপস্থিত ... এবং আমি নিজেকে ভাবনা থেকে থামাতে পারি না।এই মুহূর্তে - এটি ভয়াবহ - যদি আমার উপস্থিতি হয়, কারণ আমি উপস্থিত থেকে আতঙ্কিত।আমিই সেই ব্যক্তি যিনি নিজেকে আকাঙ্ক্ষিত করে তুলি একেবারে শূন্যতা থেকেই। আব্দুস সালামও এই নাথিংনেস্ থেকেই নিজেকে আকাঙ্ক্ষিত করে তুলেছেন অলীক রঙের বিশ্বাসের দ্বারা। নিজের ভাবনাকে থামাতে পারেননি। যে ভয়াবহতার মধ্য দিয়ে তিনি যাত্রা করেছেন, অথবা সময়ের দ্বীপে নিজেকে দণ্ডায়মান করেছেন, সেখানে তিনি সত্যিই আতঙ্কিত। তাঁর কবিতাতে সে কথা বারবার উঠে এসেছে

১, ধর্মহীন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে মহাকাল
মাথার ওপর ঝুলছে রক্তাকাশ
সময়ের নৌকায় পাড়ি জমায় অস্থিরতা

২, আগুনের উপত্যকায় গাওয়া হচ্ছে ষড়যন্ত্রের গান
দাড়ি ভর্তি সংলাপ আর মুর্খামি ভর্তি আশাগুলো উড়ে যাচ্ছে মনখারাপ পাহাড়ি ঝরনায় নগ্ন স্নানে ব্যস্ত

৩, সহবাসের বিজ্ঞাপন ঝুলছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে
জাহান্নাম কিনে নিয়েছে সব জমি

৪, অন্ধকার রাস্তায় বিছিয়ে রাখি মায়া
বিশ্বাসের ধোঁয়ায় উঠোন ঝাপসা হয়ে যায়

৫, অন্ধকারে খুলে যায় পোশাক
শুনি উল্টো ধারাপাতের গল্প
উল্লাসের বাঁশি বেজে ওঠে
বিষাদ ঝরে পড়ে মনুষ্য বাগানে।

বিষাক্ত নিঃশ্বাসের মুহুর্মুহু উত্তাপ আমাদেরও ক্লান্ত করেছে। পুড়ে গেছে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড। বিশ্বাসের দেখা পাইনি। কুটিল ভবিষ্যৎ আর অবিনাশি সংশয় আমাদের দগ্ধ করে চলেছে। এই অস্থিরতায়, এই বিপন্নতায় কোথায় শিল্পসৃষ্টির সুস্থিরতা?

আব্দুস সালামও তা খুঁজে পাননি। প্রোমোটারদের হাতে বন্দি হয়ে গেছে সভ্যতা। বারবার মানচিত্র পাল্টে গেছে। লোভে রিরংসায় প্রকৃতিও হয়েছে ধ্বংস। কবি খুঁজে পাননি গন্তব্য। শুধু এক অবিন্যস্ত পাপ, রক্তাক্ত দিনযাপনের একঘেয়েমিতে ঢেকে ফেলেছে আমাদের সমস্ত বোধি। কবিতাগুলি এই সময়কেই অনুবাদ করেছে। প্রতিটি কবিতার সঙ্গে চিত্রও সংযোজন করা হয়েছে যা আমাদের ভাবনা এবং দৃশ্যজগৎকে একীভূত করে। কবিতাগুলি পড়ার সময় বারবার মনে হয়েছে, আব্দুস সালাম, হৃদয়ের কবি, মানুষের কবি, সময়ের কবি। কোথাও তিনি কৃত্রিমতার আড়াল চাননি। শহুরে স্মার্টনেস নেই তাঁর কবিতায়।অলীক রঙের বিশ্বাস আব্দুস সালাম, চক্রবর্তী এন্ড সন্স পাবলিকেশন্স, বারুইপুর, কলকাতা-১৪৪, দাম১২০ টাকা। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ দিপালী চক্রবর্তী।

তবু জল ঢালি বাগানে

বিনয় কৃষ্ণ বোস।

পৃথিবী কেমন আছো? ভালো নাই আমি
কিনারা থেকে ফিরে এলো নৌকা, কার দায়?
এ সময় বাধ্যের মতো আহত ব্যহত যেনো অন্তর্যামী।

বাতাসের গা এখন সংক্রামিত, তবু ক্রমাগত
ঝড়, জানেনা দখল দাড়ির জেলা পরগনা, কতো দুর তার।

নেই তো আকাশের মানা, ডানা মেলে চিল
কতো দুর যেতে পারে, জানা নাই তাঁর -
সে শুধু উড়ে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে
ভাবে, আকাশের ও পারের ঠিকানা টা কার।
অবোধ্য, সব ওরা বাধাহীন পৃথিবীর উদ্বেগ
অকারন দলে দলে জড়ো হয়, তারা যেনো সুপ্রভাত
ঢেকে দেয়া কালো মেঘ।

পৃথিবী সব জানে, আমি ভালো নাই -তবু
জল ঢালি ফুলের বাগানে,
মুকুলেরা
পাপড়ি মেলুক, পৃথিবীর সব সুখ সৃষ্টিতে
লুকোনো রয়েছে হৃদয়ের গোপনে।

মরণ রে, তুহু মম শ্যাম সমান

ফরিদ হোসেন

বন্ধন খুলে দাও
মুক্তির আকাশ জুড়ে
মোক্ষম উড়ান।
মোক্ষের মগডালে বসে
আমিও বলবো
মরণ রে, তুহু মম শ্যাম সমান।

তোমাকে স্পর্শ করে
হে প্রিয়তম পরম সত্তার সাথে
শুনি মিলনের আহ্বান।
বাঁশরী বাজাও
আমাকে সাজাও শ্বেত বর্ণে
ঘুচে যাক জন্ম মৃত্যুর ব্যবধান।

মরণ রে, তুহু মম শ্যাম সমান।

সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

মালদা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ মালদা মুসলিম ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলো নিশান পত্রিকার সম্পাদক ড. আব্দুল অহাব, সহসম্পাদক মহ. আকমাল হোসেন, প্রচ্ছদ-শিল্পী নুর আহমেদ এবং অক্ষরবিন্যাসকারী তথা পৃষ্ঠাসজ্জা-শিল্পী আহমাদুল্লাহকে। ইন্সটিটিউটের নিজস্ব ভবনে তাঁদেরকে মানপত্র, শালবস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে সম্মানিত করেন পি.ডব্লু.ডি. (নির্মাণ বিভাগ)-এর প্রাক্তন এক্সেকিউটিভ অফিসার তথা মালদহ মুসলিম ইনস্টিটিউট কার্য-নির্বাহী কমিটির সভাপতি মহ. আব্দুর রফিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মালদহ মুসলিম ইনস্টিটিউট কার্য-নির্বাহী কমিটির সম্পাদক ববি আহমেদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল দপ্তরের অফিসার তথা মালদহ মুসলিম ইনস্টিটিউট কার্য-নির্বাহী কমিটির সহসভাপতি আব্দুল মুঈন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রাক-স্বাধীন অবিভক্ত মালদা জেলার একটি ঐতিহাসিক ও গৌরবময় প্রতিষ্ঠান মালদা মুসলিম ইনস্টিটিউট। এর স্থাপনা হয়েছিল ১৯২৮ সালে তৎকালীন বহু বিদগ্ধ মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্যোগে। শতাব্দীপ্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা নিশান প্রকাশিত হয়েছে ৩০শে জুলাই ২০২৬ তারিখে। পত্রিকাটির গুণমানে আপ্লুত হয়েই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ঐ চার ব্যক্তিবর্গকে আজ সম্মানিত করল ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ। মুসলিম ইন্সটিটিউটের সভাপতি আব্দুর রফিক জানিয়েছেন যে আগামিতে মালদার সাহিত্যজগতের মানুষকে এই পত্রিকায় যুক্ত করতে হবে। সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আরো প্রসারিত করতে মালদার প্রতিটি ব্লককে যুক্ত করতে হবে, মত দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ববি আহমেদ। হরিরামপুর দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজের অধ্যক্ষ তথা নিশান পত্রিকার সম্পাদক ড. আব্দুল অহাব বলেন, নিশানকে একটি ঐতিহ্যবাহী মননশীল পত্রিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধ পরিকর আমরা। আকমাল হোসেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, নিশান বাংলার মুখ চেনাবে আগামি প্রজন্মকে।

৩

গঙ্গাপাড়ের গল্প

২৭সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

বঙ্গ সফরে নীতিন নবীন বরণে শুভেন্দু-শমীক-দিলীপরা

নয়া জামানাঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির সাংগঠনিক কৌশলের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন তিনি। নির্বাচনে দলের সাফল্যের পর এই প্রথম বাংলায় পা রাখলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। রবিবার বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও।দুদিনের বঙ্গ সফরে নীতিন নবীনের ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে। রবিবারই রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করবেন তিনি। সদ্য দিল্লিতে আরএসএসের সঙ্গে বিজেপির সমন্বয় বৈঠকের পর তাঁর এই সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পুজো মিটলেই রাজ্যে পুরভোট। তার আগে দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি সরকার ও দলের মধ্যে সমন্বয় কীভাবে বজায় রাখতে হবে, সেই বিষয়ে রাজ্য নেতৃত্বকে বার্তা দেবেন বিজেপির

সর্বভারতীয় সভাপতি। শাসকদল হিসেবে বিজেপি নেতা-কর্মীদের ভূমিকা ও আচরণ নিয়েও দিকনির্দেশ দিতে পারেন তিনি।বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত শোনার পর রাজ্য পদাধিকারীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করবেন নীতিন। সেখানে বিভাগ কনভেনর, বিভিন্ন মোর্চার সভাপতি, সাংসদ, জেলা ইনচার্জ, জেলা সভাপতি এবং আইটি, মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জরা থাকবেন। এরপর সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক, তারপর রাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা। দিনের শেষ বৈঠক কোর কমিটির সঙ্গে।প্রতিটি বৈঠকেই শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিত থাকার কথা। নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের নিয়ে এই প্রথম বৈঠক হওয়ায় সংগঠন নিয়ে নীতিনের গাইডলাইন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সোমবারও তাঁর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। সূত্রের খ বর, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের প্রচারেও যেতে পারেন তিনি।

কেএমসি-তে মহিলা সংরক্ষণেও নিয়মভঙ্গ পুরকমিশনারকে চিঠি কংগ্রেস-বাম-মমতা তৃণমূলের

নয়া জামানাঃ কলকাতা পুরসভায় আসন পুনর্বিন্যাসে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের পাশাপাশি মহিলা সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠল। এই অভিযোগে পুরকমিশনার তথা প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডেকে চিঠি দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস, কালীঘাট তৃণমূল এবং বামেরা। বিরোধীদের দাবি, ওয়ার্ডগুলিতে মহিলা সংরক্ষণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নগরপালিকা বিলের বিধি মানা হয়নি। এর ফলে কোথাও পরপর চারবার মহিলা সংরক্ষণ হয়েছে, আবার কোনও ওয়ার্ড বছরের পর বছর সাধারণের জন্য নির্ধারিত থাকছে।অভিযোগকারীদের বক্তব্য, এর জেরে সাধারণ ওয়ার্ডের মহিলা প্রার্থীরা যেমন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তেমনই বারবার মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে পুরুষ প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগও থাকছে না। তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরে একাধিক ওয়ার্ডের উদাহরণও দিয়েছে কংগ্রেস ও বামেরা।তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পুরনো ৯ নম্বর ওয়ার্ডটি পুনর্বিন্যাসের পর নতুন ১৭ নম্বর হয়েছে। ২০০৫, ২০১৫, ২০২১ এবং ২০২৬ সালে সেটি মহিলা সংরক্ষণের প্রস্তাবের আওতায় এসেছে বলে অভিযোগ। পুরনো ১৮ নম্বর, নতুন ২০ নম্বর ওয়ার্ড ২০১৫, ২০২১ ও ২০২৬ সালে মহিলা সংরক্ষিত হয়েছে।একইভাবে পুরনো ৬ নম্বর, নতুন ৮ নম্বর ওয়ার্ডও ওই তিন বছরে মহিলা সংরক্ষণের আওতায় এসেছে। উত্তর কলকাতার পুরনো ৩ নম্বর ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পর নতুন ১১ নম্বর হয়েছে। ২০২১ ও ২০২৬ সালে সেটিও মহিলা সংরক্ষিত হয়েছে বলে দাবি বিরোধীদের।প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, নগরপালিকা আইনে সংরক্ষণের যে বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে, তা পুরসভা ও নগরোন্নয়ন দফতর মানছে না। একই অভিযোগ করেছেন মমতা তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতার সভাপতি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। বামেরা আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।কংগ্রেস ও কালীঘাট তৃণমূলের অভিযোগ, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে আপত্তি জানানোর পর স্পট ভিজিট ও জনশুনানির প্রস্তাব দেওয়া হলেও তা গুরুত্ব পায়নি।

এসআরএফটিআই-তে দফায় দফায় উত্তেজনা পাথর-ইটবৃষ্টির অভিযোগ

নয়া জামানাঃ দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা। প্রায় ছঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও উত্তেজনা থামল না সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)-এ। আপাতত প্রতিষ্ঠানের গেটের ভিতরে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল পড়ুয়ারা। অন্যদিকে, বাইরে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতির মধ্যে পাথর, বোতল ও ইট ছোড়ার ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী।খবর পেয়ে ডিসির নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশের সামনেই একাধিকবার উত্তেজনা তৈরি হয়। পড়ুয়া এবং অনুষ্ঠানের

আয়োজকদের মধ্যে হাতাহাতির অভিযোগও ওঠে। এক ব্যক্তিকে প্রায় অর্ধনগ্ন করে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে। ঘটনায় বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আহতদের উদ্ধারের জন্য এসআরএফটিআই চত্বরে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে আসা হয়। তবে কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করার পর অ্যাম্বুল্যান্স ভিতরে ঢোকে। পরে বেশ কয়েকজন আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।পড়ুয়াদের দাবি, সংঘর্ষের ঘটনায় তাঁদের মধ্যেও কয়েকজন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে, পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনুষ্ঠানের আয়োজকরা। তাঁদের অভিযোগ, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ যথাযথ সহযোগিতা করেনি।যদিও পুলিশের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করে আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। ডিসি ইস্ট বলেন,আইনের বাইরে কিছু করতে পারি না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও এসআরএফটিআই চত্বরে চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

কলকাতায় ১৭তম এআইবিএসকে-জেএসকেএ জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

নয়া জামানাঃ কলকাতার স্প্রিং ক্লাবের অডিটোরিয়ামে রবিবার অনুষ্ঠিত হল ১৭তম এআইবিএসকে- জেএসকেএ জাতীয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্যোক্তা ছিল অল ইন্ডিয়া বুডো শোটোকান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন এবং জাপান শোটোকান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতায় জাপানের কনসাল জেনারেল ইয়াসুহিসা ওসিকাওয়া, সিহান তীর্থঙ্কর নন্দী, সিহান শেখ কাইজার রফিক, সেনসাই বিশ্বজিৎ দাস, সেনসাই সমীর সিং, সেনসাই অনিত রায়, সেনসাই কার্তিক বসাক-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রতিযোগিতার মুখ্য আয়োজক এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সিহান তীর্থঙ্কর নন্দী জানান, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্ধমান, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিযোগীরা অংশ

নেন। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, অসম, মধ্যপ্রদেশ ও কর্নাটক থেকেও প্রতিযোগীরা কলকাতায় এসে প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। কাতা ও কুমিতে বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচ শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে মহিলা প্রতিযোগীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ যোগ্য। প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে আয়োজকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অভিভাবকরাও।সংগঠনের সভাপতি সিহান শেখ কাইজার রফিক বলেন, বর্তমান সময়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষ করে মহিলাদের আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ক্যারাটে শেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি তাঁদের অভিভাবকদেরও ক্যারাটে প্রশিক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আহ্বান জানান তিনি। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়দের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলেও আয়োজকদের তরফে জানানো হয়।

আজ আমার গুলিবিদ্ধ দেহ পাওয়া যেতঃ কুণাল

নয়া জামানাঃ ১৮ ঘণ্টার মধ্যে এটি তাঁর উপর দ্বিতীয় হামলার ঘটনা।নিজের বিধানসভা এলাকায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে রবিবার ফের হামলার অভিযোগ তুললেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ ফুলবাগান থেকে নারকেলডাঙা পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করে একদল বাইক আরোহী তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে ভাঙচুর চালায়। ঘটনার পর নারকেলডাঙা থানায় আশ্রয় নেন বিধায়ক। বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়েরের কথাও জানা গিয়েছে।কুণাল ঘোষের অভিযোগ, বাড়ি থেকে বেরনোর পর থেকেই তাঁকে অনুসরণ করা হচ্ছিল। একের পর এক বাইক যোগ হতে থাকে। ফুলবাগানের মোড়ে তাঁর গাড়ি ঘিরে ফেলার চেষ্টা হয়। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সহকর্মীরা গাড়ি ঘুরিয়ে নেন। সেই সময় পিছন থেকে ইট-পাথর ছোড়া হয় বলে দাবি তাঁর। পরে নারকেলডাঙায় ঢোকার মুখে বাইকবাহিনী ফের গাড়ি ঘিরে ধরে। তাঁর অভিযোগ, হাতুড়ি দিয়ে গাড়ির সামনের কাচ ভাঙা হয় এবং তাঁকে গলা ধরে গাড়ি থেকে টেনে বের করার চেষ্টা করা হয়।বিধায়কের আরও দাবি, হামলাকারীদের একজন আগ্নেয়াস্ত্র দেখায়।পরিস্থিতি সামাল দিতে তাঁর নিরাপত্তারক্ষীকেও অস্ত্র বার করতে হয় বলে দাবি করেন তিনি। কুণাল বলেন, আজ আমার তো গুলিবিদ্ধ দেহ পাওয়া যেত। তাঁর দাবি, গাড়িতে থাকা আরও তিন সহকর্মীর নিরাপত্তা

নিয়েও তিনি উদ্বিগ্ন।এই ঘটনার আগে শনিবার উত্তরপাড়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যাওয়ার পথেও কুণালের গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল। সেখানে পাথর, ডিম ও লোহার রড দিয়ে গাড়িতে হামলার অভিযোগ করেছিলেন তিনি। রবিবারের ঘটনায় বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন কুণাল। তবে বিজেপি অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং ঘটনার নিন্দা করেছে।ঘটনার পর তিনি দাবি করেন, নিরাপত্তারক্ষীর উপস্থিতির কারণেই পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, হামলাকারীদের কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সম্পাদকীয়
২৭ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। রবিবার

মৃত্যুকামনার রাজনীতি

রাজনীতিতে শত্রুতা নতুন নয় ।বিরোধিতা নতুন নয় ।কথার লড়াইও নতুন নয় ।কিন্তু প্রতিপক্ষকে হারাতে না পেরে তাঁর মৃত্যু কামনা ?এই জায়গাতেই প্রশ্ন ।বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের সাম্প্রতিক মন্তব্য তাই নিছক রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা নয়। এটি রাজনৈতিক ভাষার সীমা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে তাঁর যে মন্তব্য প্রকাশ্যে এসেছে তা ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া।

রাজনীতির মঞ্চে আক্রমণ হোক ।কড়া আক্রমণ হোক ।প্রয়োজনে তীব্রতম আক্রমণও হোক ।কিন্তু আক্রমণের লক্ষ্য যদি নীতি থেকে সরে গিয়ে মানুষের জীবন হয়ে যায় তখন রাজনীতির ভাষা আর শুধু ভাষা থাকে না। তার সামাজিক অভিঘাত তৈরি হয় ।মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হুমায়ুন কবীর একাধিক অভিযোগ তুলেছেন ।তাঁর দাবি,ক্ষমতার দম্ভে সরকার সাধারণ মানুষ ও বিশেষত সংখ্যালঘুদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করছে। এই অভিযোগ সত্য কি না তার বিচার হবে তথ্যের ভিত্তিতে, প্রশাসনিক রেকর্ডে, বিধানসভায় এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের ভোটে ।এটাই গণতন্ত্র ।সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে আন্দোলন করুন ।বিধানসভায় সরব হন ।জনসভায় বলুন ।মানুষের দরজায় যান ।তথ্য সামনে আনুন ।প্রশ্ন তুলুন ।কিন্তু প্রতিপক্ষের মৃত্যুকামনা ?এটি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি হতে পারে না ।রাজনীতি আসলে ক্ষমতার লড়াই। কিন্তু গণতন্ত্র সেই লড়াইকে একটি নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখে। আজ যে ক্ষমতায়, কাল সে বিরোধী হতে পারে। আজ যে বিরোধী, কাল সে ক্ষমতার কেন্দ্রে আসতে পারে। তাই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার ভাষা শেষ পর্যন্ত কারও জন্যই নিরাপদ নয় ।বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। মতের সংঘাত ছিল, তীব্রতা ছিল, কটাক্ষ ছিল। কিন্তু সেই সংঘাতের মধ্যেও গণতান্ত্রিক পরিসর ছিল ।আজ সেই পরিসরই যেন ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে ।শব্দ ছোট ।কিন্তু শব্দের বিস্ফোরণ বড় ।একজন জনপ্রতিনিধির মুখের একটি বাক্য হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যায় ।সেই বাক্য সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক ভাষাকেও প্রভাবিত করতে পারে। ফলে জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব শুধু নিজের রাগ প্রকাশ করা নয়, তাঁর দায়িত্ব হল, তাঁর কথার অভিঘাতও বোঝা ।হুমায়ুন কবীরের বক্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে তার মধ্যেই রয়েছে সেই অস্বস্তির প্রতিফলন ।তবে এখানেই আরও একটি প্রশ্ন ।পরবর্তী সময়ে তাঁর বক্তব্যের সুর বদলের কথাও সামনে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করার কথাও প্রকাশিত হয়েছে। যদি সত্যিই বক্তব্যের অবস্থান বদলে থাকে তবে সেটি অবশ্যই আলাদা করে বিবেচনার বিষয়। কিন্তু প্রথম বক্তব্য যে রাজনৈতিক বিতর্কের আগুন জ্বালিয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই ।কারণ রাজনীতিতে বলা কথা বাতাসে মিলিয়ে যায় না ।ক্যামেরা থাকে ।মাইক্রোফোন থাকে ।রেকর্ড থাকে ।স্মৃতি থাকে ।আর থাকে মানুষের বিচার ।একজন মুখ্যমন্ত্রীকে পছন্দ না-ই হতে পারে। তাঁর নীতি অপছন্দ হতে পারে ।তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে হাজার প্রশ্ন থাকতে পারে।

শিল্প-সংস্কৃতি জগতের অগ্রপথিক মকবুল ফিদা হুসেন

মুহাম্মদ নাসেরউদ্দিন আব্বাসী

ভারতের পিকাসো খ্যাত আধুনিক শিল্পকলার কিংবদন্তী
শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন। ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির জগতের অগ্রপথিক মকবুল ফিদা হোসেন যিনি এম এফ হুসেন নামে সম্যক পরিচিত। সমকালীন শিল্পীদের থেকে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র, কারণ, তিনি রঙ-তুলি-ক্যানভাসের অভ্যন্তরে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তার প্রতিভার বর্ণচ্ছটায় আলোকিত হয়ে উঠেছিল শিল্পের নানা মাধ্যম। মকবুল ফিদা হুসেন ছিলেন একাধারে কবি, ভাস্কর, বাড়ির নকশাকার এবং চিত্রনির্মাতা। স্পেনের শিল্পী পাবলো পিকাসোর মতো মকবুল ফিদা হুসেনও ভারতীয় চিত্রকলায় বৈচিত্র্য আনয়ন করেন। সুতরাং তিনি আবহমান ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের সঙ্গে ইউরোপীয় শিল্পশৈলী ‘কিউবিজম’-এর মিলন ঘটান। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা ও মকবুল ফিদা হুসেন হয়ে ওঠেন সমার্থক। শিল্পের যাদুকর মকবুল ফিদা হুসেন ১৯১৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বোম্বে প্রেসিডেন্সি এলাকার পান্ধারপুরের খুব সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতার মাধ্যমে ভর্তি হলেন এক আর্ট স্কুলে। তবে সেখানে মকবুল ফিদা হুসেনের মন উদাসীন ছিল । ১৯৩৭ সালে পিতা পাড়ি দেন মুম্বাইয়ে, শুরু করলেন ঘি’এর ব্যবসা। তার ইচ্ছা ছিল ছেলেও ব্যবসায় সংযুক্ত হোক । কিন্তু ফিদা রাজি হলেন না।

ভর্তি হলেন জে জে আর্ট স্কুলে। এই স্কুল থেকেই শুরু হল তার শিল্পী জীবনপ্রবাহ। তবে তার জন্য সহজ ছিল না ছবি আঁকার সরঞ্জাম। এই সবের সংগ্রহের হেতু তিনি সিনেমার পোস্টার এঁকেছেন, লিখেছেন সাইনবোর্ড পর্যন্ত। অনেক দিন পর্যন্ত শহরের গ্রান্ট রোডের একটি গ্যারেজ ছিল তার স্টুডিও ।নানা প্রতিকূলতাতেও থেমে থাকেননি ফিদা। থামিয়ে দেননি ছবি আঁকা। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত ছিলেন ফিদা। হয়ত এই কারণেই তার চিত্রকর্মে খুঁজে পাওয়া যায় মাতৃরূপ। অসংখ্য নারীর চিত্রকর্মের মাধ্যমে মাতৃরূপের কল্পিত মুখ খানি খুঁজে দেখার ছাপ পাওয়া যায়। মকবুল ফিদা হুসেনের অসংখ্য চিত্রকলার ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো- ‘বিটুইন দ্য স্পাইডার এ্যান্ড দ্য ল্যাম্প’, ‘বীণা পেস্নয়ার’, ‘গণেশ’, ‘মাদার তেরেসা’, ‘মাদার ইন্ডিয়া’, ‘দ্য ওরামা’ ইত্যাদি।

১৯৬৭ সালে Through the Eyes of a Painter নামে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তিনি। যা বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয় এবং গোল্ডেন বিয়ার অর্জন করে। তিনি বলিউডের নায়িকাদের কাছ থেকে ছবি আঁকার অনুপ্রেরণা পান। তার প্রিয় নায়িকার তালিকায় ছিলেন- আনুশকা শর্মা, অমৃতা রাও, মাধুরী দীক্ষিত, টাবু, বিদ্যা বালান ও উর্মিলা মাতন্ডাকার। মাধুরী দীক্ষিতকে নিয়ে নির্মাণ করেন ‘গজগামিনী’। ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’ দেখার পর বলিউডের এই শীর্ষ নায়িকার অন্ধ ভক্ত হয়ে যান তিনি। টাবুকে নিয়ে তৈরি করেছিলেন ‘মিনাক্ষী’। ১৯৭১ সালে পাবলো পিকাসোর সঙ্গে সাওপাওলো সম্মেলনে যোগ দেন। মকবুল ফিদা হুসেনের শিল্পকর্ম সময়কে জয় করতে সক্ষম হয়েছে ।জনপ্রিয় ভারতীয় চিত্রশিল্পী এম.এফ. হুসেন নামেই পরিচিত। চল্লিশ দশকের শেষের দিকে এম.এফ. হুসেন চিত্রশিল্পী হিসাবে প্রথম পরিচয় লাভ করেন। সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে, ইউরোপ ও আমেরিকায় তার চিত্রকলার সুখ্যাতি বিস্তার লাভ করে।১৯৬৬ সালে ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী পদকে ভূষিত করে। তার প্রথম চলচ্চিত্র থ্রু দ্য আইজ অব আ পেইন্টার নির্মাণে বিখ্যাত হন। এছাড়া তার পরিচালিত গজ গামিনী চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত মূল ভূমিকায় অভিনয় করেন। হুসেন প্রথম চিত্রশিল্পী হিসেবে পরিচিতি পান ১৯৪০ সালে। ১৯৪৭ সালে তিনি Progressive Artistsó Group -এ যোগ দেন ।এর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রান্সিস নিউটন সুজা। তার প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী হয় জুরিখে ১৯৫২ সালে। ১৯৫৩ সালে তার চিত্র কর্ম ব্যাপক ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে ইউরোপ এবং আমেরিকাতে।

১৯৬৭ সালে Through the Eyes of a Painter নামে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন. ১৯৭১ সালে পাবলো পিকাসো মকবুল ফিদা হুসেন কে সাও পাওলো বাইয়িনিয়্যাল এ আমন্ত্রণ করেন। ১৯৮৬ সালে রাজ্য সভায় তিনি মনোনয়ন পান ।হুসেন ভারতের বিখ্যাত চিত্র শিল্পীর মর্যাদা পান।

পুরস্কার এবং সম্মাননা--

১৯৫৫ সালে পদ্মশ্রী, ভারত সরকার।১৯৭৩ সালে পদ্মভূষণ, ভারত সরকার। ১৯৯১ সালে পদ্মবিভূষণ, ভারত সরকার। ২০০৭ সালে রাজা রবি বর্মা পুরস্কার, কেরালা সরকার ।বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, কালিকট বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৩) এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারি ডক্টরেট। ২০০৪ সালে জাতীয় শিল্প পুরস্কার, ললিত কলা একাডেমি, নয়াদিল্লি ।আদিত্য বিক্রম বিড়লা ১৯৯৭ সালে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্য ‘কালশিক্কর’ পুরস্কার।১৯৬৮ সালে ভারতে থ্রু দ্য আইস অফ আ পেইন্টারের জন্য শ্রেষ্ঠ পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।১৯৬৭ সালে বার্লিন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তার ফিল্ম থ্রু দ্য আইজ অফ আ পেইন্টারের জন্য গোল্ডেন বিয়ার শর্ট ফিল্ম পুরস্কার এবং নিউ ইয়র্ক সিটির মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট দ্বারা ক্রয় করা হয়। ১৯৫৯ সালে টোকিওতে আন্তর্জাতিক বিয়েনাল

পুরস্কার। ১৯৫৫ সালে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার, ললিত কলা একাডেমি, নয়াদিল্লি।১৯৪৭ সালে বম্বে আর্ট সোসাইটি, মুম্বাই।

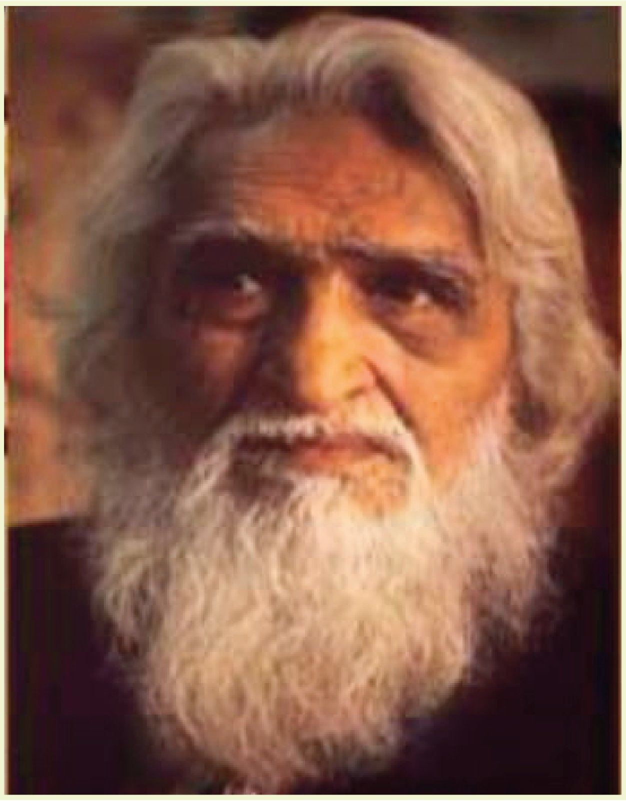

> ভারতের পিকাসো খ্যাত আধুনিক শিল্পকলার কিংবদন্তী শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন। ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির জগতের অগ্রপথিক মকবুল ফিদা হোসেন যিনি এম এফ হুসেন নামে সম্যক পরিচিত। সমকালীন শিল্পীদের থেকে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র, কারণ, তিনি রঙ-তুলি-ক্যানভাসের অভ্যন্তরে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তার প্রতিভার বর্ণচ্ছটায় আলোকিত হয়ে উঠেছিল শিল্পের নানা মাধ্যম। মকবুল ফিদা হুসেন ছিলেন একাধারে কবি, ভাস্কর, বাড়ির নকশাকার এবং চিত্রনির্মাতা। স্পেনের শিল্পী পাবলো পিকাসোর মতো মকবুল ফিদা হুসেনও ভারতীয় চিত্রকলায় বৈচিত্র্য আনয়ন করেন। সুতরাং তিনি আবহমান ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের সঙ্গে ইউরোপীয় শিল্পশৈলী ‘কিউবিজম’-এর মিলন ঘটান।

সন্তান -ওয়াইস হোসেন, রাইসা হোসেন, শামশাদ হুসেইন, আকিলা হোসেন, শাফাত হোসেন, মোস্তফা হোসেন ।পত্নী ফজিলা বিবি।

পিতা-মাতা জুনাইব হোসেন, ফিদা হোসেন। বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনকে (এম. এফ. হুসেন) ২০১১ সালের ১০ জুন যুক্তরাজ্যের ইংল্যান্ডের সারে কাউন্টির ওয়োকিং শহরের উইকিমিডিয়া কমন্স এলাকার ঐতিহাসিক ব্রুকউড কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

ব্যাংক থেকে জালিয়াতি করে উধাও টাকা, মাথায় হাত ময়নাগুড়ির কৃষকের

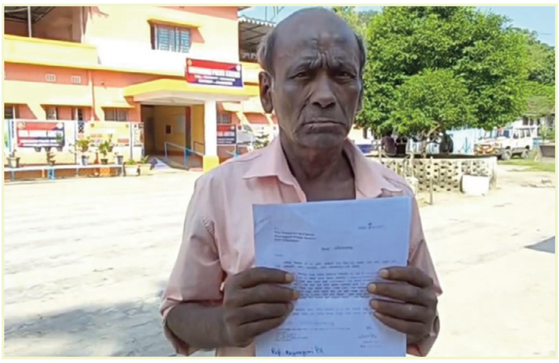

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ পুজোর মুখে সাইবার জালিয়াতির শিকার হয়ে চরম বিপাকে পড়লেন ময়নাগুড়ি ব্লকের চারের বাড়ি এলাকার এক প্রান্তিক কৃষক। শনিবার ও রবিবার পুজোর কেনাকাটা করার পরিকল্পনা থাকলেও তা আর হয়ে ওঠেনি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মকর্তা পরিচয়ে ওটিপি হাতিয়ে একাউন্ট থেকে কয়েক হাজার টাকা উধাও করে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। জালিয়াতির মাধ্যমে হাপিস হয়ে গিয়েছে প্রায় ২৫ হাজার টাকা।ঘটনার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর দুপুরে ভবতোষ বৈদ্য নামে ওই কৃষকের মোবাইলে একটি ফোন আসে। ফোনটি রিসিভ করেন তাঁর বৌমা। ফোনের ওপারে থাকা ব্যক্তি নিজেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মী পরিচয় দিয়ে জানান, ব্যাংকের একাউন্টে দ্রুত কেওয়াইসি না করালে একাউন্ট ও বই বন্ধ হয়ে যাবে। তখনই কেওয়াইসি করে দেওয়ার নাম করে মোবাইলে আসা একটি নম্বর বা ওটিপি জানতে চায় ওই প্রতারক। সরল বিশ্বাসে ভবতোষবাবুর বৌমা সেই ওটিপি তাকে বলে দেন।ওটিপি দেওয়ার পরপরই দেখা যায়, তিন ধাপে মোট ২৫ হাজার টাকা একাউন্ট থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। উৎসবের মুখে হাড়ভাঙা খাটুনির সঞ্চিত অর্থ হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন প্রবীণ এই কৃষক। রবিবার ময়নাগুড়ি থানায় এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন ভবতোষবাবু। এ বিষয়ে পুলিশের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে কুমারগঞ্জে কংগ্রেসের পথসভা

নয়া জামানা, পতিরাম ঃ জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে কুমারগঞ্জে কংগ্রেসের পথসভা। রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের সীতাহার গ্রামে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এক পথসভার আয়োজন করে জাতীয় কংগ্রেস। ৫ নম্বর ভোওর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য তীর্থঙ্কর ঘোষ, প্রাক্তন জেলা সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী, জুঁই বর্মন ও পরিমল চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য জ্ঞানেশ কুমারকে দায়ী করে বক্তারা তাঁর অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি জানান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ভোওর পঞ্চায়েত এলাকার ১০০ জনেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন দল ছেড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেন; তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। দাবি না মানলে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

ছাতনায় যৌথ অভিযানে উদ্ধার ২০ লিটার চোলাই ও ২০০ লিটার ওয়াশ

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অবৈধ চোলাই মদের বেআইনি

কারবার বন্ধে এক বিশাল সাফল্য পেল বাঁকুড়ার ছাতনা থানার পুলিশ ও আবগারি দফতর। সম্প্রতি ছাতনার গ্রামীণ এলাকায় দুই বাহিনীর সমন্বয়ে এক আকস্মিক যৌথ অভিযান চালানো হয়। তল্লাশিতে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২০ লিটার তৈরি চোলাই মদ এবং চোলাই তৈরির জন্য রাখা ২০০ লিটার গাঁজন করা 'ওয়াশ' উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সমগ্র রাসায়নিক ওয়াশ নষ্ট করে দিয়েছে পুলিশ।এলাকাবাসীর মতে, বেআইনি

চোলাই ব্যবসা শুধুই আইনি অপরাধ নয়, বিষাক্ত মদ সামাজিক বিপর্যয় ও বহু মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি গ্রামীণ পরিবারগুলোকে সুরক্ষা দিতে প্রশাসনের এই ত্বরিৎ পদক্ষেপ যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

বেআইনি বিষাক্ত কারবার সম্পূর্ণ নির্মূল করতে নিয়মিত তল্লাশি এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতার মেলবন্ধন অত্যন্ত জরুরি। চোলাইমুক্ত সুস্থ ও নিরাপদ সমাজ গঠনে

আগামী দিনেও প্রশাসনের এই কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আধিকারিকরা।

প্রেমের টানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে গ্রেপ্তার মহিলা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ফেসবুকের প্রেমে পড়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করার সময় বিএসএফ ও রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন মানজেরা বিবি নামের এক মহিলা। রবিবার তাঁকে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, মানজেরার বাপের বাড়ি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের নাড়ু খাকি চর এলাকায়। কম বয়সে বাংলাদেশের এক যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

সেখানে তাঁদের চার সন্তান রয়েছে এবং দীর্ঘ দিন ধরে তিনি বাংলাদেশেই সংসার করছিলেন। তবে সম্প্রতি ফেসবুকে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা ডালিম নামে এক যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়।সেই প্রেমের টানে ডালিমের সঙ্গে দেখা করতে বাংলাদেশ

থেকে ভারতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। মুর্শিদাবাদের বাহুরা ঘাট সীমান্ত দিয়ে ঢোকার সময় বিএসএফ তাঁকে আটক করে রঘুনাথগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেয়। সীমান্ত পেরিয়ে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে।

ভাঙন দুর্গতদের জন্য বাহারালে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির

নয়া জামানা, রতুয়া ঃ মালদার ভূতনীতে গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় অসংখ্য দুস্থ ও অসহায় মানুষ। মাথা গোঁজার ঠাঁই হারানোর পাশাপাশি মৌলিক চিকিৎসা পরিষেবা থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ভূতনি, মথুরাপুর ও নাজিরপুরের ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষদের পাশে দাঁড়াতে এক বিশেষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করল বাহারাল ব্রাহ্মণপাড়া দুর্গা মন্দির ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।রবিবার আয়োজিত এই শিবিরে উপস্থিত হয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পান প্রায় ৬০০-রও বেশি মানুষ। শিবিরের বিশেষ আকর্ষণে ছিলেন ৮ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক; যার মধ্যে ৫ জন ফিজিশিয়ান, ১ জন শিশু বিশেষজ্ঞ, ১ জন দন্ত বিশেষজ্ঞ এবং ১ জন চক্ষু বিশেষজ্ঞ। উপস্থিত সাধারণ মানুষকে চিকিৎসকের পরামর্শের পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয় এবং ব্লাড সুগার ও প্রেসার পরীক্ষার সুব্যবস্থা রাখা হয়।

শুধু ভূতনী নয়, রতুয়া, বাহারাল, পরানপুর, দেবীপুর ও মানিকচক বিধানসভার বিস্তীর্ণ এলাকা থেকেও প্রচুর মানুষ এই শিবিরে চিকিৎসা করাতে আসেন।উদ্যোক্তা গৌতম কুমার মিশ্র জানান, ভাঙনে সব হারানো মানুষের পাশে দাঁড়াতেই তাদের এই 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'-র প্রয়াস। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টদের

পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মালদা বিবেকানন্দ স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বামী তপহারানন্দ মহারাজ, আইনজীবী তড়িৎ ওঝা এবং রতুয়া থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য। ট্রাস্টের সভাপতি সাধন মিশ্র, সহ-সভাপতি গৌতম কুমার মিশ্র, সম্পাদক উদয় মিশ্র ও কোষাধ্যক্ষ চন্দ্রশেখর পাল সহ সমস্ত গ্রামবাসীদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই সমাজসেবামূলক উদ্যোগটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

রেজিনগরে জোরদার নির্বাচনী প্রচার, তৃণমূল ও বাম শিবিরের মেগা জনসংযোগ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদের ৭০ নম্বর রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘনাতেই তুঙ্গে উঠেছে প্রচারের পারদ। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই জয়ের লক্ষ্যে ময়দানে নেমে পড়েছে, যার ফলে এলাকা জুড়ে বইছে ভোটের তীব্র হাওয়া।গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সফিউজ্জামান শেখের সমর্থনে প্রচারে নেমেছিলেন দলের প্রবীণ বিধায়ক মদন মিত্র। তাঁকে পাশে নিয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সাথে বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক জনসংযোগ চালান প্রার্থী। পথসভা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সাথে সরাসরি কুশল বিনিময়;সব মিলিয়ে তৃণমূলের প্রচার ঘিরে কর্মীদের মধ্যে দেখা যায় তুঙ্গে উদ্দীপনা। সম্প্রতি প্রতীক সংক্রান্ত আইনি জটিলতা কাটার পর সফিউজ্জামান শেখের প্রচার আরও গতি পেয়েছে। এই কর্মসূচিতে বিধায়ক মদন মিত্রের

পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার বিরোধী মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান, সাংসদ আবু তাহের খাঁন এবং অপূর্ব সরকারের মতো বিশিষ্ট নেতৃত্ব।অন্যদিকে, প্রচারে পিছিয়ে নেই বাম শিবিরও। সিপিআইএম প্রার্থী মহম্মদ সাঈদের সমর্থনে রেজিনগরের ঘরে ঘরে পৌঁছাচ্ছেন দলের তরুণী নেত্রী দীপ্সিতা ধর। প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছেন, এলাকার নানা সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ শুনছেন এবং বামপ্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রার্থনা করছেন। একদিকে তৃণমূলের বিশাল মিছিল, সভা ও বড় মাপের জনসংযোগ, অন্যদিকে সিপিআইএমের নিবিড় গৃহসম্পর্ক অভিযান

;দুই দলের প্রচার কৌশলে নজরকাড়া ভিন্নতা ধরা পড়ছে। উপনির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই জমজমাট হয়ে উঠছে রেজিনগরের রাজনৈতিক ময়দান। এখন সব চোখ ভোটারদের সিদ্ধান্তের দিকে; শেষ পর্যন্ত তারা কাকে বেছে নেন, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

অত্যাধুনিক সাকশন মেশিনে বসিরহাটে শুরু জল নিষ্কাশন

নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ টানা বৃষ্টি ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে সাম্প্রতিক আবহাওয়ার কারণে জমা জল নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন বসিরহাট পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে ড্রেনের জল ঠিকমতো নিষ্কাশিত না হওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে রয়েছে। নোংরা ও পচা জল টপকে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন শহরবাসী, যার ফলে চর্মরোগ এবং ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগের আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে।এই পরিস্থিতিতে শহরের বাসিন্দাদের স্বস্তি দিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি নেতা ডাঃ শৌর্য্য ব্যানার্জি। বসিরহাট পৌরসভার পৌর প্রশাসকের সহযোগিতায় অত্যাধুনিক সাকশন ও জেটিং মেশিন নামিয়ে দ্রুত জল

সরানোর কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রধানত পৌরসভার ১০, ১৮ এবং ২১ নম্বর ওয়ার্ডের জলমগ্ন এলাকাগুলিতে এই নিষ্কাশন প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।এলাকা পরিদর্শন করে ডাঃ শৌর্য্য ব্যানার্জি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে নিকাশি নালাগুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ার ফলেই আজ শহরের এই কঙ্কালসার চেহারা। বিগত ১৫ বছরে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে কোনো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেই নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। পাশাপাশি ১০ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দারা পৌরসভার নিষ্ক্রিয়তা ও কাউন্সিলরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সংকটময় পরিস্থিতিতে এই জল নিষ্কাশনের পদক্ষেপে আপাতত কিছুটা আশার আলো দেখছেন জলবন্দি বসিরহাটবাসী।

৩০ সেকেন্ডের মিনি টর্নেডোর তাণ্ডবে তছনছ পূর্বস্থলী

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী-২ ব্লকের চাঁপাতলা এলাকায় হঠাৎ নেমে আসা এক সংক্ষিপ্ত অথচ বিধ্বংসী ঝড়ে সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ বিপর্যয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে বৃষ্টি শেষে দক্ষিণ দিক থেকে বিকট শব্দে হঠাৎ প্রবল বেগে ঝড় ধেয়ে আসে। মাত্র ৩০ সেকেন্ডস্থায়ী আনুমানিক ৩০০ মিটার এলাকার এই মিনি টর্নেডোর তাণ্ডবে চারিদিক লন্ডভন্ড হয়ে যায়।ঝড়ের তীব্রতায় প্রায় ৪০টির মতো কাঁচা ও পাকা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একাধিক ঘরের টিনের চাল উড়ে গিয়ে পড়েছে দূরের ধানের জমিতে এবং বেশ কিছু ঘরের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। ঝড়ের ঝাপটায় বিশাল বিশাল গাছ উপড়ে পড়ে এবং বিদ্যুতের তিনটি খুঁটি ভেঙে সম্পূর্ণ এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে

পড়ে। তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ায় স্থানীয় এক বাসিন্দাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।সামনে পুজো, অথচ এই দুর্যোগে মাথায় হাত পড়েছে স্থানীয় চাষিদের। টিনের চাল ও গাছপালা উপড়ে পড়ে ধানের ক্ষতির পাশাপাশি পটল, চালকুমড়ো, পেঁপে, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও কলার মতো কাঁচা আনাজ ও ফলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। খবর পেয়েই দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান পূর্বস্থলী উত্তরের বিজেপি বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলে ২৫টি বাড়ির ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরি করেন এবং বিপন্ন মানুষদের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

জলপাইগুড়ি বাহাদুর ভেটারেন্স ক্লাবকে হারিয়ে ট্রাইবেকারে চ্যাম্পিয়ন

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি রোড ভেটারেন্স ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় ময়নাগুড়ি রোড হাই স্কুলের মাঠে আয়োজিত আট দলীয় নক-আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা রবিবার সাড়ম্বরে সম্পন্ন হল। শিরোপার লড়াইয়ে মুখোমুখি হয় জলপাইগুড়ি বাহাদুর

ভেটারেন্স ক্লাব এবং ময়নাগুড়ি রোড ভেটারেন্স ইউনিট। খেলার প্রথমার্ধে দুটি দলই ১-১ গোল করে সমতা বজায় রাখে।

দ্বিতীয়ার্ধে কোনো দলই আর গোল করতে না পারায় ম্যাচ গড়ায় ট্রাইবেকারে। সেখানে ময়নাগুড়ি রোড ভেটারেন্স ইউনিটকে হারিয়ে ট্রাইবেকারে জয় ছিনিয়ে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় জলপাইগুড়ি বাহাদুর

ভেটারেন্স ক্লাব। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন বিজয়ী দলের অরূপ পাল। খেলা দেখতে মাঠে প্রচুর দর্শকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ম্যাচ শেষে বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন বিশিষ্ট সমাজসেবী লিটন চক্রবর্তী ও ভরত মল্লিক সহ সংগঠনের সদস্যেরা। সমস্ত ট্রফি সৌজন্যে প্রদান করেন লিটন চক্রবর্তী। এলাকার ক্রীড়াপ্রতিভার বিকাশ ও সমাজসেবায় সর্বদা পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি।

বসিরহাটে কংগ্রেসের বিক্ষোভ ও নির্বাচন কমিশনারের কুশপুতুল দাহ

নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ বৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়ার অভিযোগে ও নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বসিরহাটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কংগ্রেস। বসিরহাটের কাছারিপাড়ার বিবেকানন্দ মোড়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি অমিত মজুমদার ও জেলা আইএনটিইউসির সাধারণ সম্পাদক হিরন্ময় দাসের নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়।ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কায়

কংগ্রেস কর্মীরা এদিন একটি মৌন মিছিল করেন এবং শেষে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুতুল দাহ করেন। অমিত মজুমদার অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন একটি স্বশাসিত সাংবিধানিক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও সংবিধান মেনে নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। তিনি বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ ও নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের দাবি জানান। ভোটার তালিকা থেকে যাতে কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায়, তা নিশ্চিত করার দাবি তুলে সরব হন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বালুরঘাটে সাঁতার প্রতিযোগিতা, খুদে সাঁতারুদের প্রতিভায় মুগ্ধ উপস্থিতিরা

বালুরঘাট পুরসভার সুইমিং পুলে দক্ষিণ দিনাজপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত হলো সাঁতার প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতায় খুদে ও তরুণ সাঁতারুদের অংশগ্রহণে সুইমিং পুল চত্বর হয়ে ওঠে উৎসবমুখর।অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার-সহ বিশিষ্টজনেরা। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সাঁতারুদের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং

তাঁদের প্রতিভা উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে।ক্রীড়ার প্রসার এবং নতুন প্রতিভাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এই ধরনের উদ্যোগ

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা। সাঁতারের মতো ক্রীড়াক্ষেত্রে জেলার নতুন প্রজন্মের প্রতিভাদের আরও বেশি সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়ার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভুবনজোড়া

২৭সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

হাসিনা ইস্যুতে নয়াদিল্লি-ঢাকার আলোচনাই সমাধান, জানাল আমেরিকা

নয়া জামানা ঃ শেখ হাসিনাকে ঘিরে ভারত-বাংলাদেশের টানাপোড়েনের মধ্যে এবার অবস্থান স্পষ্ট করল আমেরিকা। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা চলাকালীন এক সাংবাদিক বৈঠকে মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, হাসিনার ভবিষ্যৎ নিয়ে ওয়াশিংটন এখনও কোনও নির্দিষ্ট সরকারি অবস্থান নেয়নি। বরং ভারত ও বাংলাদেশ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করবে বলেই আশা করছে আমেরিকা। মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের ওই আধিকারিকের বক্তব্য, হাসিনার উপস্থিতি দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় টানাপোড়েনের কারণ হয়ে উঠেছে। তাই বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই মেটানো উচিত বলে মনে করছে ওয়াশিংটন।রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে নিউ ইয়র্কে আয়োজিত শীর্ষক ব্রিফিংয়ে হাসিনা প্রসঙ্গ ওঠে। তাঁকে নিয়ে আমেরিকার অবস্থান জানতে চাওয়া হলে মার্কিন আধিকারিক বলেন, এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়নি ওয়াশিংটন। হাসিনার ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ করা উচিত, সেটিও আমেরিকা নির্ধারণ করেনি। অর্থাৎ তাঁকে বাংলাদেশে ফেরানোর বিষয়ে আমেরিকা ভারতকে কোনও নির্দিষ্ট পরামর্শ বা সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়নি। একইসঙ্গে বাংলাদেশের

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করতেও ওই আধিকারিক অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।২০২৪ সালের ৫ অগস্ট বাংলাদেশে ব্যাপক আন্দোলনের পর ক্ষমতাচ্যুত হন শেখ হাসিনা এবং তারপর থেকেই ভারতে রয়েছেন তিনি। তাঁর প্রত্যর্পণের জন্য ঢাকা একাধিকবার নয়াদিল্লির কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানিয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারপ্রক্রিয়ার মুখোমুখি করতে চাইছে। অন্যদিকে ভারত জানিয়েছে, বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ-অনুরোধ তারা গ্রহণ করেছে এবং বিষয়টি দেশের প্রচলিত আইন ও বিচারিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফলে এই মুহূর্তে হাসিনাকে ফেরানোর সিদ্ধান্ত সরাসরি কোনও রাজনৈতিক ঘোষণা নয়, বরং আইনি ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে।হাসিনাকে ঘিরে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের টানাপোড়েনের পাশাপাশি অতীতে আমেরিকার সঙ্গেও তাঁর সরকারের সম্পর্ক নিয়ে নানা অভিযোগ সামনে এসেছে। হাসিনা অতীতে

অভিযোগ করেছিলেন, সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ আমেরিকার হাতে তুলে দিতে রাজি না হওয়ায় ওয়াশিংটন তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। তাঁর অভিযোগ ছিল, ওই দ্বীপকে ঘিরে বঙ্গোপসাগরে প্রভাব বাড়াতে চেয়েছিল আমেরিকা। তবে এই দাবিগুলি হাসিনার বক্তব্য ও বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে আসা অভিযোগ; আমেরিকার পক্ষ থেকে এমন কোনও পরিকল্পনার স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি।

ফলে এই পুরনো বিতর্ককে বর্তমান মার্কিন অবস্থানের সঙ্গে সরাসরি এক করে দেখা ঠিক হবে না।

সেপ্টেম্বরেও থামছে না বৃষ্টি, উত্তর-মধ্য ভারতে দুর্যোগে ৪৮ ঘণ্টায় মৃত ১৮

নয়া জামানা ঃ মরশুমের শুরুতে পূর্বাভাস ছিল চলতি বছরে দেশে বৃষ্টিপাত কম হবে। যদিও আবহ বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়ে ভরা সেপ্টেম্বরেও চলছে অবিরাম বৃষ্টি। ফলে নদী সংলগ্ন অঞ্চলে বন্যা, পাহাড়ে ধস হয়ে উঠেছে রোজকার খবর। পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মতোই বৃষ্টিতে জেরবার মধ্য ও উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিও। গত ৪৮ ঘণ্টায় একাধিক রাজ্যে প্রবল বৃষ্টিতে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। দুর্যোগের জেরে ঘরছাড়া হাজার হাজার মানুষ।শুধু উত্তরপ্রদেশেই মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। অধিকাংশ জেলায় লাগাতার বৃষ্টি চলছে। রাজ্যের ত্রাণ তহবিল বিভাগের কমিশনার ভাস্কর যশোদা জানান, উত্তরপ্রদেশের ৭৫টি জেলার মধ্যে ৬৩টিতে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। লখিমপুর খেরিতে সবচেয়ে বেশি চারজনের মৃত্যু হয়েছে। অযোধ্যায় বৃষ্টি বিপর্যয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ২ জন। অমেঠী, বস্তী, ফতেহপুর, হামিরপুর, হারদোই, বরাবাঁকি এবং কানপুর নগর এলাকায় গত ৪৮ ঘণ্টায় এক জন করে বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যজুড়ে আরও তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। বন্যার জেলে ভেসে যাওয়া ছাড়াও বাজ পড়ে, গাছ ভেঙে, ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে মৃত্যু হয়েছে অনেকের। এদিকে অতিবৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে বহু কৃষিজমি। হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন ত্রাণ শিবিরগুলিতে।ওড়িশায় গত ৪৮ ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিপাতে ১০টি জেলার অন্তত ৭৩ হাজারেরও বেশি মানুষ

ক্ষতিগ্রস্ত। ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়েছে জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী সুরেশ পূজারি জানিয়েছেন, বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ ওড়িশা। বিশেষ করে কোরাপুট, নবরঙ্গপুর, মালকানগিরি, রায়গড়া, গঞ্জাম ও গজপতি জেলা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি আর্বান এলাকার ৪৯টি ওয়ার্ড এবং ৮০টি ব্লক। এছাড়াও ৩২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১,০৭১টি গ্রাম জল থইথই। ওড়িশার ত্রাণ কমিশনার রাজেশ প্রভাকর পাতিল জানান, একটানা বৃষ্টিতে ৭২১টি বাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৪,৪৮০ হেক্টর কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।বিহারের বিপদ বাড়িয়েছে নেপালের অববাহিকা অঞ্চলের অবিরাম বৃষ্টিপাত। বাধ্য হয়ে বাল্মিকীনগর ব্যারেজ থেকে ক্রমাগত জল ছাড়া হচ্ছে। এর জেরে শনিবার পশ্চিম চম্পারণ জেলায় গণ্ডক নদীর জল লোকালয় ভাসিয়েছে। বাড়িঘরে ঢুকে পড়েছে। পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠায় ২ হাজারের বেশি গ্রামবাসীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরানো হয়েছে। নেপালের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন নদীগুলিতে জলের স্তর বেড়ে যাওয়ায় শঙ্কিত বিহার প্রশাসন। এই অবস্থায় নদী তীরবর্তী এলাকার জেলা প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্কতার নির্দেশ দিয়েছেন শনিবার রাজ্যে মুখ্যসচিব প্রত্যয় অমৃত।অতিরিক্ত বৃষ্টিতে নাকানিচোবানি খাচ্ছে ছত্তিশগড়ও। রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তারা জানিয়েছেন, বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বহু এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত। একটানা কারণে বৃষ্টির কারণে আট জেলায় বন্ধ স্কুল। শুক্রবার কোন্দাগাঁও এলাকায় জলে ভেসে যাওয়া ধানক্ষেতে মাছ ধরার সময় জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ৪০ বছরের এক কৃষকের। খারাপ আবহাওয়ার কারণে দান্তেওয়াড়া, বিজাপুর, কোন্ডাগাঁও, কাঙ্কের, বস্তার, গারিয়াঁবন্দ, ধামতারি ও দুর্গের সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সরকারি স্কুলগুলির পরীক্ষাও স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ।

এলপিইউয়ে ছাত্রীকে গণধর্ষণ-আত্মহত্যা ! বিক্ষোভে ভাঙচুর-আগুন, অবরুদ্ধ হাইওয়ে

নয়া জামানা ঃ পঞ্জাবের এলপিইউ ক্যাম্পাসে ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও আত্মহত্যার গুজবে ধুন্ধুমার। ক্যাম্পাস চত্বরে ব্যাপক ভাঙচুর, আগুন ও হাইওয়ে অবরোধ। গত শনিবার গভীর রাতে পঞ্জাবের ফাগওয়াড়ায় লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটিতে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। প্রায় দুই হাজার পড়ুয়া সুবিচারের দাবিতে ক্যাম্পাসে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে সেই বিক্ষোভ রণক্ষেত্রের রূপ নিলে ক্যাম্পাসের ভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাতেই পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিস ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উভয়ই জানিয়েছে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভুল বোঝাবুঝির ফল।শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হস্টেলের সামনে থেকে প্রতিবাদের সূত্রপাত হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো দাবি ঘিরে দ্রুত সেখানে প্রায় ২,০০০ শিক্ষার্থী জড়ো হন। আন্দোলনরত এক পড়ুয়ার দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়। এরপর কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় এবং পরে তাঁর রুমমেট জানান যে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। ছাত্রছাত্রীদের একাংশের আরও অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের

মাঝে ক্যাম্পাসের গেট খুলে দিলে বহিরাগত কিছু মানুষ ভেতরে ঢুকে তাণ্ডব চালায়।বিক্ষোভ দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উত্তেজিত পড়ুয়ারা জলন্ধর-ফাগওয়াড়া জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। এর ফলে হাইওয়েতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ক্যাম্পাসের ভেতরেও তাণ্ডব চালানো হয়। জানলার কাচ, ফুলের টব ভাঙা হয় এবং ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের একাংশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই বিক্ষোভ শনিবার গভীর রাত থেকে শুরু হয়ে রবিবার সকাল পর্যন্ত চলে।খবর পেয়ে কপূরথলার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিস (এসএসপি) গৌরব তুরার নেতৃত্বে পুলিস বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিস জাতীয় সড়ক থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। এসএসপি গৌরব তুরা জানান, চার-পাঁচ দিন আগে ক্যাম্পাসের কৃষি বিভাগের কাছে এক যুবতীর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল। তবে সেই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান ধর্ষণ দাবির কোনও সম্পর্ক বা অভিযোগ পুলিসের কাছে জমা পড়েনি। কথিত নির্যাতিতা বা অভিযুক্তের পরিচয়ও মেলেনি। পুলিস জানিয়েছে, কোনও প্রমাণ ছাড়াই ভুল বোঝাবুঝি থেকে এই অশান্তি তৈরি হয়েছে। ক্যাম্পাসের ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এলপিইউ কর্তৃপক্ষ সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য, ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মনিকা গুলাটি এক বিবৃতিতে জানান, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে কিছু সমাজবিরোধী শক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে। পড়ুয়াদের হস্টেল ও ঘরে নিরাপদে থাকার অনুরোধ জানিয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ক্যাম্পাসে সবাই সুরক্ষিত রয়েছে। কোনও রকম গুজবে কান না দিতে এবং কেবল আনুষ্ঠানিক তথ্যের ওপর ভরসা রাখতে আবেদন জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে উত্তেজনা কমাতে পড়ুয়া ও প্রশাসনের মধ্যে আলোচনা চলছে।

চাড্ডার দাবির পর রিচার্জে বদল নয়া নিয়ম ট্রাইয়ের

নয়া জামানা ঃ ২৮ দিনের রিচার্জ নিয়ে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। এবার বদল আসতে চলেছে রিচার্জ প্ল্যানে। প্রিপেড গ্রাহকদের জন্য ৩০ দিন বা তার কম মেয়াদের রিচার্জের বিকল্প বাড়াতে নতুন নিয়ম এনেছে টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা ট্রাই। পাশাপাশি যাঁদের মোবাইল ডেটা প্রয়োজন নেই, তাঁদের জন্য শুধু ভয়েস কল ও এসএমএসের রিচার্জের সুযোগও আরও বাড়ানো হচ্ছে।রবিবার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা। তাঁর দাবি, নতুন নিয়মে ২৮ দিনের রিচার্জের কারণে বছরে ১৩ বার রিচার্জ করার যে সমস্যা তৈরি হত, তা কমবে। ৩০ দিনের প্ল্যান থাকলে মাসে এক বার করে বছরে ১২ বার রিচার্জ করেই পরিষেবা চালানো সম্ভব হবে।নতুন নিয়মে এমন স্পেশাল ট্যারিফ ভাউচার রাখতে হবে, যাতে ডেটা ছাড়াই ভয়েস ও এসএমএস পরিষেবা পাওয়া যায়। অর্থাৎ যাঁরা মূলত ফোন করা বা মেসেজ পাঠানোর জন্য মোবাইল ব্যবহার

করেন, তাঁদের ডেটা-সহ প্যাক নিতে বাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা কমবে।এই ধরনের প্ল্যানের মেয়াদ ৩০ দিন বা তার কম হতে পারে। পাশাপাশি অন্তত একটি এমন প্ল্যান রাখতে হবে, যা প্রতি মাসে একই তারিখে রিচার্জ করা যাবে। কোনও মাসে সেই তারিখ না থাকলে মাসের শেষ দিনে রিচার্জের ব্যবস্থা থাকবে।ট্রাই জানিয়েছে, কম আয়ের গ্রাহক এবং যাঁদের ডেটার প্রয়োজন কম, তাঁদের জন্য ছোট মেয়াদের ভয়েস ও এসএমএস প্ল্যানের বিকল্প বাড়ানো এই পরিবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশেষ করে শুধুমাত্র যোগাযোগের জন্য মোবাইল ব্যবহার করেন, এমন গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্ল্যান বেছে নেওয়ার সুযোগ বাড়বে।২০২৬ সালের এপ্রিলে এই সংশোধনের খসড়া প্রকাশ করেছিল ট্রাই। পরে বিভিন্ন পক্ষের মতামত নেওয়া হয়। মোট ১,১৩২টি মতামত পাওয়ার পর চূড়ান্ত নিয়ম প্রকাশ করা হয়েছে।রাঘব চাড্ডা ১১ মার্চ সংসদে ২৮ দিনের রিচার্জের বিষয়টি তুলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এক বছরে ১২ মাস থাকা সত্ত্বেও ২৮ দিনের প্ল্যানের কারণে গ্রাহকদের ১৩ বার রিচার্জ করতে হয়। সেই সঙ্গে ডেটা প্রয়োজন নেই এমন ব্যবহারকারীদের জন্য কম খরচের ভয়েস-অনলি প্ল্যানের দাবিও জানিয়েছিলেন তিনি। সেসময় বিরাট বাহবা পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দাবি কার্যকর হয়নি।নতুন নিয়মকে সেই দাবির সঙ্গে যুক্ত করে চাড্ডা বলেছেন, সংসদে সাধারণ মানুষের সমস্যা তুলে ধরা এবং তার পরে নীতিগত পরিবর্তন হওয়া গঠনমূলক রাজনীতির উদাহরণ।

মাঠের লড়াই

২৭ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

বিশ্বকাপের আগে যশস্বী-রুতুরাজকে ওডিআইয়ে সুযোগ দেওয়ার দাবি আকাশের

নয়া জামানা ঃ ভারতীয় দল রবিবার থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ খেলতে নামছে। সেই সিরিজে বেশ কিছু তারকা ক্রিকেটার মাঠে নামতে পারবেন না। কারণ এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করতে ভারতের টি-টোয়েন্টি দল রয়েছে জাপানের মাটিতে। তাদের পরিবর্তে গৌতম গম্ভীরের কাছে যশস্বী জয়সওয়াল ও রুতুরাজ গায়কোয়াডকে সুযোগ দেওয়ার দাবি তুললেন আকাশ চোপড়া ৷সকলেই জানেন যে এইমুহূর্তে যশস্বী বা রুতুরাজ সরাসরি ভারতীয় ওডিআই দলে সুযোগ পান না। মূলত ব্যাক আপ হিসেবেই তারা ভারতীয় স্কোয়াডে সুযোগ পান। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে তাদেরকে প্ৰস্তুত রাখাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্যই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে উদ্দেশ্য করে এই দুই প্রতিভাবান তারকার জন্য বার্তা দিয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার আকাশ ৷আকাশ বলেছেন, বিশ্বকাপের জন্য রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে কাকে নেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়েও ভাবতে হবে। তাই যশস্বী জয়সওয়াল ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় থাকবে। এরা দুজনেই বর্তমান দলের অংশ এবং যখনই খেলার সুযোগ পেয়েছেন, প্রচুর রান করেছেন। তাই আমার মনে হচ্ছে, এই দুজনের মধ্যে একজনের জন্য সুযোগ তৈরি হতে পারে। এই মুহূর্তে শ্রেয়স আইয়ারের মতো তারকা এশিয়ান গেমসের লড়াইয়ে ব্যস্ত। তাই ভারতীয় ওডিআই দলের চার নম্বর ব্যাটিং পজিশনে তৈরি হয়েছে শুন্যতা। তার জায়গায় সম্ভবত রুতুরাজ গায়কোয়াডকেই সুযোগ দেবে টিম ম্যানেজমেন্ট। অতীতেও ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে এই পজিশনে ব্যাটিং করে তিনি শতরান হাঁকিয়েছেন ৷তবে যশস্বী জয়সওয়ালকে হয়তো আরও অপেক্ষা করতে হবে। ভারতের ব্যাটিং কোচ কোটাক জয়সওয়ালের জানিয়েছেন নিয়মিত ওপেনারদের কেউ চোট বা অন্য কোনো কারণে ছিটকে না পড়লে তিনি একাদশে জায়গা পাবেন। অথবা হয়তো তাঁদের কাউকে বিশ্রাম দেওয়া হলে তবেই তিনি সুযোগ পেতে পারেন। কোটাক বলেছেন, আমার মনে হয় দলে জায়গা পাওয়ার জন্য প্রচুর প্রতিযোগিতা রয়েছে এবং অনেক খেলোয়াড়ই ভালো পারফর্ম করছেন। নির্দিষ্ট করে জয়সওয়ালের কথা যদি বলি। আমরা সবাই জানি যে তিনি অন্যতম সেরা একজন ব্যাটার এবং যখনই সুযোগ পান, তখনই ভালো খেলেন। তাই তিনি দলেরই একজন অংশ।

এশিয়াডে অব্যবস্থার ক্ষোভ সিন্ধুর

নয়া জামানা ঃ এশিয়ান গেমসে হতাশা পিভি সিন্ধুর। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয় ভারতের শাটলারকে। ব্যর্থ গোটা ব্যাডমিন্টন দলই। আর তারপরই বিস্ফোরক সিন্ধু। জাপানে যেভাবে তাঁকে চূড়ান্ত অব্যবস্থার শিকার হতে হয়েছে, কার্যত সেটাকেই দায়ী করলেন তিনি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনটি ম্যাচ খেলার অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে ৷শনিবার সকালে ম্যাচ জেতেন। তারপর কয়েকঘণ্টার বিশ্রাম। রাতেই ফের শেষ ষোলোর ম্যাচে নামতে হয়। সেই ম্যাচ ক্রমশ পিছোতে থাকে। ভারতীয় সময় গভীর রাতে সেই ম্যাচ শেষ হয়। আবার রবিবার সকালে চিনের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে নামতে হয়। সেই ম্যাচ হেরে যান সিন্ধু। তারপর ক্ষোভ উগরে ভারতীয় শাটলার বলেন, এশিয়াডের সূচি প্রচণ্ড অগোছালো ছিল। রিকভারির সময় ছিল না। আমরা গভীর রাতে ঘুমিয়েছি। আবার রবিবার সকালে খেলতে নেমেছি। অথচ রিকভারি খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷দুবারের অলিম্পিক পদকজয়ী আরও বলেন, ব্যাপারটা শুধু মানসিক প্রস্তুতির নয়। ভালো খেললেও শরীরকে সঙ্গ দিতে হয়। বিশেষ করে যখন ম্যাচে দীর্ঘ র‍্যালি খেলা হচ্ছে। আমি হয়তো চাইছি ভালো শট খেলতে। কিন্তু আমার পা সেখানে যেতে পারছে না। তা সত্ত্বেও বলব, আমি ভালো খেলেছি ৷এখানেই শেষ নয়। সিন্ধু বলছেন, আমার দু-তিনটে শট লাইনে পড়েছিল। কিন্তু আমাদের কোর্টে কোনও ক্যামেরা ছিল না। এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে অবশ্যই ক্যামেরা থাকা উচিত ৷রবিবার সকালে মেয়েদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধু মুখোমুখি হয়েছিলেন চিনা শাটলার তথা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চেন উফেইয়ের। শুরুটা খারাপ করেননি ভারতীয় শাটলার। প্রথম সেট তিনিই জেতেন ২১-১১ ব্যবধানে। দ্বিতীয় সেটেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ছিল। কিন্তু এবার চিনা চ্যাম্পিয়ন জিতলেন ২১-১৮ ব্যবধানে। শেষ সেটে সিন্ধু দাঁড়াতেই পারেননি। এবার একপেশে ভাবে ২১-১১ ব্যবধানে চিনা শাটলারের দখলে যায় সেট। সিন্ধুর হারের অর্থ এ বছর এশিয়াড থেকে শূন্য হাতেই ফিরতে হচ্ছে তাঁকে। গোটা ব্যাডমিন্টন দল এবার একটিও পদক আনতে পারল না।

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ওডিআই ঘিরে গুয়াহাটিতে প্রস্তুতি তুঙ্গে

নয়া জামানা ঃ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটির এসিএ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বহু প্রতীক্ষিত এই দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি তুঙ্গে। ম্যাচের আয়োজন নিয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি পর্যালোচনার পর রবিবার বিশেষ সাংবাদিক বৈঠক করল আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এসিএ)। উপস্থিত ছিলেন এসিএ সভাপতি তরঙ্গ গগৈ, সচিব সনাতন দাস, সহ-সভাপতি রোমেন দত্ত এবং অ্যাপেক্স কাউন্সিল সদস্য মুকুটানন্দ ভট্টাচার্য।

সাংবাদিক বৈঠকে এসিএ সভাপতি বলেন, বড় মাপের ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে গুয়াহাটি নতুন দিগন্তে প্রবেশ করছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ ভেন্যু হিসেবে শহরের অবস্থান আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

আসামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন তিনি ৷এসিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে পৌঁছবে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ;দুই দলই। ম্যাচের আগের দিন ২৯ সেপ্টেম্বর দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুশীলন করবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতীয় দল অনুশীলনে নামবে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টায় শুরু হবে ম্যাচ ৷দর্শকদের জন্য টিকিটের ব্যবস্থাও করেছে এসিএ। বুক মাই শো-তে টিকিট মিলছে। পড়ুয়াদের জন্য টিকিটের দাম ৫০০ টাকা থেকে এবং অন্যান্য স্ট্যান্ডে ১,৫০০ টাকা থেকে শুরু। হসপিটালিটি প্যাকেজের দাম ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা। ম্যাচের দিন পার্কিং ও নির্ধারিত ট্রাফিক রুটের বিস্তারিত তথ্য পরে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আরও একটি জমজমাট লড়াইয়ের অপেক্ষায় গুয়াহাটি।

বালুরঘাটে সাঁতার প্রতিযোগিতা, নজর কাড়ল খুদে সাঁতারুদের প্রতিভা

নয়া জামানা ঃ বালুরঘাট পুরসভার সুইমিং পুলে দক্ষিণ দিনাজপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সাঁতার প্রতিযোগিতা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খুদে ও তরুণ সাঁতারুরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রতিভায় এদিন সুইমিং পুল চত্বর হয়ে ওঠে উৎসবমুখর ৷বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সাঁতারুরা নিজেদের দক্ষতা তুলে ধরে। জলের মধ্যে একের পর এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের পারফরম্যান্স উপস্থিত দর্শক ও অতিথিদের নজর কাড়ে। খুদে প্রতিযোগীদের সাঁতারের প্রতি আগ্রহ এবং আত্মবিশ্বাসও ছিল চোখে পড়ার মতো ৷অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা

বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মকে আরও বেশি সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন ৷আয়োজকদের বক্তব্য, জেলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও বহু প্রতিভাবান সাঁতারু উঠে আসছেন। তাঁদের প্রতিভা বিকাশের জন্য নিয়মিত প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। এই ধরনের আয়োজন ভবিষ্যতে জেলার সাঁতারুদের আরও বড় মঞ্চে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ করে দেবে ৷ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করা এবং তাঁদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে সুস্থ ও ইতিবাচক পরিবেশে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করাই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে জানান উদ্যোক্তারা।

উয়েফা নেশন্স লিগে ইংল্যান্ড বধ স্পেনের

নয়া জামানা ঃ উয়েফা নেশন্স লিগে স্পেন বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচকে যদি দুই বছর আগের পুনরাবৃত্তি বলা হয়, তাহলে কি খুব ভুল হবে? কারণ ২০২৪ সালে ইউরো ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল স্পেন বনাম ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল স্পেন। ৮৬ মিনিটে জয়সূচক গোল করেছিলেন মিকেল ওয়েরজাবাল ৷গতকাল উয়েফা নেশন্স লিগেও জয়ের গোল এল তাঁর পা থেকেই। এর ফলে ইংল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারাল স্পেন। পেনাল্টি মিস করলেন হ্যারি কেন। ২-১ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় ২ গোল দিয়ে জিতে গেল স্পেন। এই ম্যাচে জিতে নেশন্স লিগ অভিযান শুরু করল স্প্যানিশ আর্মাডা ৷দ্বিতীয়ার্ধে কামব্যাক করা শুরু করে স্পেন । বেশ কিছু আক্রমণ করা হলেও খুব একটা লাভ হয়নি। ৫২ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পায় ইংল্যান্ড। মিস করেন হ্যারি কেন। এর ঠিক মিনিট সাতেক পরেই পরিবর্ত ফুটবলার অ্যালেক্স বায়না গোল করে সমতা ফেরান স্পেনের। এখানেও ইংল্যান্ডের ভুল। ৭৩ মিনিটের মাথায় বায়নার পাস থেকে গোল করে স্পেনকে ৩-২ এগিয়ে দেন মিকেল ওয়েরজাবাল। শেষ অবধি আর গোল শোধ করতে পারেনি ইংল্যান্ড।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।